একটি নক্ষত্রের মৃত্যু

সিকদার মনজিলুর রহমান

(উৎসর্গ ফারুক হোসেন। যিনি ২৭ জুন ,২০১০ বিএনপি আহূত হরতালে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান।)

মুরগিটোলা ফার্মেসী আজ দুই সপ্তাহ ধরে বন্ধ। এলাকার লোকজন ওষুধ-পথ্য নিতে এসে ফিরে যাচ্ছে । সদা-হাসি খুশি ফার্মেসীর মালিক মকবুল মিয়া দীর্ঘদিন ওষুধ বিক্রি করতে করতে গেণ্ডারিয়া ধুপ খোলা এলাকায় সবার কাছে মকবুল ডাক্তার হিসেবে পরিচিত। বড় ছেলে সালাম ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করে ইন্টার্নী করছে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ছোট ছেলে সেলিম গেণ্ডারিয়া কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে আর একমাত্র মেয়ে শেলী স্কুল মাধ্যমিক পড়ছে। এই তিন সন্তানের সুখী সংসার মকবুল মিয়ার । সেদিন ফজরের নামাযের অজু করতে গিয়ে কলপাড়ে পড়ে মাজায় ব্যথা পেয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন মকবুল মিয়া । সেই থেকে ফার্মেসী বন্ধ।

সারারাত স্বামীর শিয়রে বসে বসে বিনিদ্র রজনী কেটে গেল শিরিন বেগমের ।স্বামী মকবুল হোসেন মাজাভাঙা রোগী। গত দুই সপ্তাহ যাবৎ হাসপাতালের বিছানায়।স্বামীর শিয়রে বসে বসে তন্দ্রা এসে ঝুঁকে পড়ল তার মাথার উপর। তন্দ্রা ভেঙে গেল শিরিন বেগমের। চোখ মেলে দেখলেন স্বামী একমনে ফ্যাল ফ্যালিয়ে তাকিয়ে আছেন জানালার দিকে। যেখান থেকে চাঁদের আলো ছিটকে এসে পড়ছে রুমের মধ্যে।

স্বামীর নড়াচড়া টের পেয়ে শিরিন বেগম জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবেন ?

না কি আর বলব, জবাব দিল মকবুল হোসেন।

তা অমন করে ফ্যাল ফ্যালিয়ে তাকিয়ে আছেন ক্যান ? একটু ঘুমাতে চেষ্টা করুন।

না, ঘুম তো চোখে আসে না সালামের মা। তোমায় না বললাম , তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।আমার সাথে সাথে তুমিও না ঘুমালে শেষে তুমিও অসুস্থ হয়ে পড়বে।তখন দু'জনই রোগী হয়ে পড়লে ওদের কে দেখবে?

না, আমি অসুস্থ হব না। আপনি সারারাত জেগে কাটাবেন আর আমি পাশে ঘুমিয়ে কাটাব , তা তো হয়না , সালামের আব্বা। লতা মঙ্গেস্কারের একটা হিন্দি গান শুনেছিলাম , 'তুমহি মেরে মন্দির তুমহি মেরে পুজা তুমহি দেবতা হো, কই মেরে আখুছে দেখেতো সামঝে তুম মেরো ক্যা হো।' আর মাকে বলতে শুনেছি , ' স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহস্ত।' সেই স্বামীকে সেবা-যত্ন করা স্ত্রীর কর্তব্য।

বাহ্, তুমি দেখি আজকাল বাংলা হিন্দি সবই অনুসরণ করছ। বেহেস্তে

তোমার যেতেই হবে।

তাই না তো কি ?

ঠিক আছে স্বামীর সেবা করে তুমি যদি বেহেস্তে যেতে পার তাতে আমি বাঁধা দিব না। তোমার কি মনে আছে সালামের মা, আজ থেকে ৪৫ বছর আগে তোমায় নিয়ে যখন আমি এই মুরগি টোলার বাসায় উঠি তুমি তখন ছোট্ট খুকি। সংসার করার মত বয়স তোমার তখনও হয়নি। মাত্র ১২ আনা মাসিক ভাড়ায় এই বাসাটি ভাড়া নিলাম। সেই ১২ আনার বাসা ভাড়া আজ ৫ হাজার টাকা।ঢাকার অলি গলিতে দু'চারটা মোটর গাড়ি, দু'চারটা রিকশা চলত। রাস্তাঘাট ছিল যানযটমুক্ত আজ সেই রাস্তাঘাটে এত যানযট যে পাঁচ মিনিটের রাস্তা পৌছতে এখন পঁয়াতাল্লিশ মিনিটেও পারা যায় না।

আপনি অতো কথা বলেন না। নার্স আপা আপনাকে কথা কম বলে ঘুমাতে বলে গেল না?

ঘুম যে আসে না, সালামের মা।আমার জীবন আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। বেশী দিন আর বাঁচব না।ছেলে-মেয়ে গুলোকে যে মানুষ করে যেতে পারলাম না।

আপনি খালি হাতে যা করেছেন এই দূর্মূল্যের বাজারে তা ক'জন বাবা পেরেছে ?

তোমার মত একটা লক্ষ্মী বউ পাশে ছিল বলে তা সম্ভব হয়েছে।তাইতো বলে, ' সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।তুমিই তার জলন্ত উদাহরণ।' পৃথিবীর সব নারীরা যদি তোমার মত আদর্শবতী হতো তা হলে কোন সংসারেই অশান্তির দাবানল জ্বলতো না।

শিরিন বেগম এবার একটু গম্ভির হয়ে বলল, হয়েছে হয়েছে আমাকে অত পটাতে হবে না। আমার বাবার বাড়ি কিছু একটা দিতে বললে আপনার সংসারে অভাব এসে যেত। অমনি ঝগড়া।

টাকা-পয়সা তো তোমার হাতেই ছিল সেখান থেকে চুপি চুপি মাঝে মাঝে দিলে আমি কি টের পেতাম?

সে শিক্ষা আমি পাইনি। আমার মাকে দেখছি বাবার অনুমতি ব্যতিত তিনি কাউকে কিছু দান করতেন না। আমি সেই মায়েরই সন্তান। মায়ের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি স্বামীর অনুমতি ব্যতিত কাউকে কিছু না দেওয়ার। সে ভাই হোক আর বাবা হোক।

তাইতো হওয়া উচিৎ একজন নারীর আদর্শ। আমার ছোট্ট মুদিখানার দোকান থেকে যা উপার্জন হতো সেখান থেকে অল্প অল্প সঞ্চয় করে একদিন বিশ হাজার টাকা আমার হাতে তুলে দিলে। সেই টাকা দিয়েই আমি ওষুধের ফার্মেসী দিলাম।তোমার মত একজন আদর্শ গৃহিনী ঘরে ছিল বলেই সম্ভব হয়েছে। সেই ফার্মেসী থেকে মানুষকে সামান্য চিকিৎসা দিতে দিতে এলাকায় লোকজন আমাকে ডাক্তার ডাকা শুরু করল।

আর ক'দিন পরে ডাক্তার না, ডাকবে ডাক্তারের বাবা।হেসে হেসে বলল, শিরিন বেগম।

হ্যাঁ, সালামের মা তাই তো ভেবে বহু কষ্ট করে ছেলেটাকে ডাক্তারী পড়ায়েছি। ছেলে আমার সত্যি সত্যি ডাক্তার হয়ে আমার মনোবাসনা পূরণ করবে। তিনি সে আশা পূরণ করেছেন। শরীরের যে অবস্থা তা কি দেখে যেতে পারব ? ঢাকা মেডিক্যাল থেকে পাশ করল আর ইটার্নী করতে পাঠাল বরিশালে। ঢাকা থাকলে ভাল হতো না ? সময় অসময়ে এসে আমাকে দেখে যেতে পারত।

বরিশালে থেকেও এখানকার ডাক্তারদের সাথে টেলিফোনে কথা বলে রোজ আপনার খোঁজ –খবর নিচ্ছে। এখানে থাকলে কি এর চেয়ে বেশি পারত ? সেলিম বলেছে, সে এই উয়িকেন্ডে আপনাকে দেখতে ঢাকায় আসবে, বলল শিরিন বেগম।

হ্যাঁ, তাতো আসবে। ছেলেতো আর পিঠে ধরিনি , ধরেছি পেটে। ইটার্নী শেষ হলে কোথায় পোষ্টিং হয় কে জানে ? ছেলে আমার যেমন সৎ, তেমন একটা সতী-সাবিত্রী বউ ঘরে তুলতে পারলে শান্তি পেতাম।

শিরিন বেগম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, মেয়ে তো একটা ঠিক করে রেখেছি।

কোথায় ?

আমার ছোট বোন জামিলার মেয়ে, বিউটি। স্কুল মাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পেয়ে কলেজে ভর্তী হয়েছে। নামে যেমন বিউটি কাজ-কর্মেও তেমন স্মার্ট আর দেখতে সিনেমার নায়িকার মত চেহারা। আমার সালামের সাথে বেশ মানাবে।

আমাকে না জানিয়েই ছেলের বউ ঠিক করে রেখেছ ? মকবুল হোসেন একটু উত্তেজিত হয়ে বলল।

এতে রাগের কি আছে? বউতো এখনও ঘরে আনিনি। মেয়েটা আমার পছন্দ হয়েছে তা আপনাকে জানালাম। যখন সময় হবে সবই তো জানবেন। আপনাকে না জানায়ে আমি কিছু করব তাই ভেবেছেন ?

না, তাতো কখনও ভাবতে পারিনা।

তবে ওসব দুশ্চিন্তা মাথায় না এনে একটু ঘুমাতে চেষ্টা করুন। আমি পাশেই আছি।

বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজের ইটার্নী ডাক্তার আব্দুস সালাম সেদিন সকাল দশটায় বরিশাল থেকে গাবতলী বাস টার্মিনালে এসে পৌছালো। ছোটভাই সেলিম আগেভাগে সেখানে গিয়ে তারই প্রতিক্ষায় বসে আছে।বরিশাল থেকে চন্দ্রদ্বীপ এক্সপ্রেস বাসটি টার্মিনালে পৌছতেই সেলিম গিয়ে বাসের দরজায় দাঁড়াল। বাসে উঠতে গেলে কন্ডাক্টের বাঁধার মুখে সে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল।অনেক যাত্রীর সাথে সালামও নেমে এলো বাস থেকে।

সালামকে নামতে দেখেই সেলিম দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো। ছোট ভাই আকস্মিক জড়িয়ে ধরলে সালাম চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি রে কখন এসেছিস ?

সেই সকালে। গতকাল তোমার মোবাইল পাওয়ার পর মা বলল, আমি যেন সকাল সকাল টার্মিনালে চলে আসি।

ও আচ্ছা। তোর আজকে কলেজ ছিল না ?

ছিল , জবাব দিল সেলিম।

কলেজ কামাই দিয়ে আসলি কেন ? আমি একাই তো বাসায় পৌছতে পারতাম।

একদিন কামাই দিলে কিছু হবে না বলতে বলতে সে সালামের ঘাড়ে ঝোলানো ব্যাগটি ধরে বলল, দাও আমার কাছে এটা।

না, আমি বইতে পারব, বলল সালাম।

না, তুমি দাও তো আমার কাছে বলে সেলিম ঘাড় থেকে ব্যাগটি নিজের ঘাড়ে নিল।

সালাম বাঁধা দিল না।

সালাম ডাক দিল, সেলিম ?

জ্বী ভাইয়া, জবাব দিল সেলিম।

মা ক্যামন আছেরে ?

ভালো।

বাবার অবস্থা কি ?

তারঁ শরীর আছে মোটামুটি। ডাক্তার বলেছে, আরো কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে।

হ্যাঁ, সেদিন আমি টেলিফোনে যখন খোঁজ খবর নিলাম তারা আমাকেও তাই বলেছে।

ঠিক আছে , চল। বাসায় কি বাসে যাবি না ট্যাক্সিতে ? সালাম জিজ্ঞেস করল।

না, না। ট্যাক্সিতে যাব। আমাদের পাড়ার লিপু ট্যাক্সি চালায় তাকে নিয়ে এসেছি। তর্জনী উঁচিয়ে সেলিম দেখালো, ঐ যে ময়ূর মার্কা ট্যাক্সিটা ঐটাই লিপুর, চলো, চলো।লিপু ও সেলিম একই সাথে একই স্কুলে পড়েছে। হঠাৎ লিপুর বাবা মারা যাওয়ায় তার আর পড়াশোনা হয়নি।কিন্তু, ওরা এখনও বন্ধু।

এমন সময় লিপুও হাত উঁচিয়ে উচ্চস্বরে ডাক দেয়, সালাম ভাই, আসেন আসেন । আমার ময়ূর পঙ্খী এক টানে মুরগি টোলা উড়ে যাবে। আপনি ট্যাক্সিতে উঠতে যা দেরী।

তাই নাকি ? ঠিক আছে আসছি সালাম হেসে বলল।

অনেক দিন পর বড় ভাই বাড়ি এসেছ তাই মহানন্দে তিন ভাইবোন দুপুরে একসাথে খেতে বসেছে। খাদ্য তালিকায় রয়েছে ইলিশ মাছের ঝোল, মুরগির মাংস, সব্জী,ডাল এবং অন্যান্য সুস্বাদু তরিতরকারি। খাবার পরিবেশন করছে মা শিরিন বেগম। ঘরোয়া আতিথেয়তায় মায়ের পরিবেশনায় খুব তৃপ্তি সহকারে খাবার খাচ্ছে সালাম।ইলিশের একটা টুকরা মুখে দিয়ে তা থেকে কাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে সালাম জিজ্ঞেস করল, সবগুলো রেসেপিই দারুণ স্বাদ হয়েছে মার রান্নার মত। তবুও কেন জানি একটু আলাদা লাগছে কে রেঁধেছে ?

কে আবার ? শেলী, মা জবাব দিল।

এমন সময় শেলী মাকে বলল, ওমা ভাইয়াকে ইলিশের মাথাটা তুলে দাও না! বরিশালে ম্যাচে বাবুর্চির রান্না কি খায় ? চাঁদপুরি পদ্মার ইলিশ ওখানে পাওয়া যায় ভাইয়া ? সে সালামের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ পাওয়া যায়। আমরা মাঝে মাঝে কীর্তনখোলার তাজা ইলিশও খেয়ে থাকি । তা-ও পদ্মার ইলিশের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সালাম শেলীর দিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল। সে আরো বলল, তুই এত সুন্দর রান্না করতে পারিস আগে তো জানতাম না। তুই দেখি মাকেও হার মানাবি।শ্বশুর বাড়ি গেলে তোর রান্না খাওয়ায়ে শ্বশুর-শাশুড়ির মন জয় করতে পারবি।

অবিবাহিতা মেয়েরা শ্বশুর বাড়ির কথা শুনলে একটু লজ্জা পায়। শেলীও পেল। সে মুখটাকে নিচু করে লজ্জাভরা মুখে জবাব দিল, আমি আর ক্যামন রাঁধতে জানি তোমার জন্য মজার মজার রেসেপি রেঁধে বিউটি প্রতিক্ষায় আছে।

খাবার আসরে হঠাৎ বিউটির নাম আসায় সালাম মুখ তুলে তাঁকাল মায়ের দিকে ।

মা তখন বলল, নে খেয়ে ওঠ। তোকে পরে বলব।

পরে বলবে কেন ? এখন অসুবিধা কি ? আমরা কি রাঙাভাবী দেখব না ? বলল শেলী।

তুই চুপ কর।তোর সব সময় আগবাড়িয়ে কথা । সময় হলে সবই বলব একটু ধমকের সুরে মা বললেন।

বিউটি ! রাঙাভাবী !কোথায় যেন একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে।ইলিশের মাথা চিবুতে চিবুতে সালাম ভাবতে লাগল।বিউটি ছোট খালার মেয়ে । সে যখন ক্লাশ নাইনে পড়ে তখন তার সাথে সালামের শেষবারের মত দেখা হয়েছিল তাদের বাড়িতে। সে তখন মেডিক্যালের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। মাথায় একরাশ লম্বা চুল কোমর অব্দি ঝুলে পড়েছে। মিষ্টি মিষ্টি চেহারা। হাটতে লাগলে পদ্মা-মেঘনার ঢেউ খেলতো তার কোমরে। তা হলে কি মা-বোনেরা বিউটিকে নিয়ে কিছু ভাবছে ? সালাম ইলিশের কাঁটার একটা অংশ সামনের বোনপ্লেটে রাখল।

ও মা, ছোট খালা।ভাইয়াকে তাদের বাসায় যেতে বলেছে। তা কি বলেছ ? গতকালও খালার সাথে যখন মোবাইলে কথা হলো সে আমার কাছে জিজ্ঞেস করল ভাইয়া কবে আসবে ? বলল শেলী।

তিন ভাইবোন গল্পগুজব আর হাসি-তামাসার মধ্য দিয়ে তাদের দুপুরের খাবার খেয়ে উঠল।সালাম ড্রয়িং রুমে সোফায় বসে রিলাক্স করে বসে টিভিটা অন করে দিল। এমন সময় মা এক কাপ চা হাতে নিয়ে সালামের কাছে এলো। মাকে চা নিয়ে আসতে দেখে সে বলল, আপনি চা আনতে গেলেন কেন ? শেলী কোথায় ?

সেই-তো তৈরী করে নিয়ে আসছিল ।আমি এদিকে আসছিলাম বললাম আমার কাছে দে । নে ধর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ।

মায়ের হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে যাচ্ছে ঠিক এমন সময় দপ করে বিদ্যুৎ চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সিলিং ফ্যান, টিভি সবই বন্ধ হয়ে গেল।

না, আমাদের দেশের এই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অবসান যে কবে হবে মা বলতে পার ! বলতে বলতে মায়ের হাত থেকে চায়ের কাপটা নিল।

মা গিয়ে সালামের সামনা সামনি আরেকটা সোফায় বসল।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সালাম বলল, আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলবেন ?

হ্যাঁ , কিছু বলবো বলেই তো তোর কাছে এসেছি।

মিরপুরে তোর ছোট খালা যেতে বলেছে ।

হ্যাঁ তাতো শোনলাম খাবার সময় শেলী বলল।

তোর ছোট খালার মেয়ে বিউটি এবার স্কুল মাধ্যমিকে জিপিএ পেয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছ।

তা-ও জানি।

ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।তাকে আমরা বউ করে ঘরে আনতে চাই।

মায়ের মুখে এমন কথা শুনে সালাম চমকে গেল না। কেননা খাবার টেবিলে সে এমনই একটা আভাস পেয়েছিল। তাই সে স্বাভাবিক ভাবে বলল, এখন ওসব চিন্তা না করলে ভাল হয় না।

এমন সময় সেলিম ডেকে জিজ্ঞেস করল, ভাইয়া তুমি কি আজ মিরপুরে খালার বাসায় যাবে ?

সে একা যাবে কেন ? তুইও যা। মা বললেন সেলিমকে।

না আমি যেতে পারব না। বিকেলে বাজারে যেতে হবে। ঘরে বাজার-ঘাট কিছু নেই। তাছাড়া বাবার একটা প্রেস্ক্রিপসন কিনতে হবে। ফলমূলও নেই । বলল সেলিম।সে আরো বলল, গেলে বিকালেই যাও । কাল সকালে তো বাবার কাছে হাসপাতালে যেতে হবে। তুমি যদি যেতে চাও আমি লিপুকে ডেকে দেই তার ট্যাক্সিতে যাবে এবং তার সাথেই চলে আসবে।

ঠিক আছে তাই কর লিপুকে ডেকে দে । সেলিমের উদ্দেশ্যে মা বললেন।

'ভাইয়া আগামিকাল বিএনপি সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে। রাজধানীতে গাড়ি ভাংচুর হতে পারে ।তুমি সন্ধ্যার মধ্যেই বাসায় ফিরে এসো।' সেলিম বলল।

হরতাল তো কাল। আজকে তো কোন সমস্যা হবার কথা নয়। ঠিক আছে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসব, সালাম বলল।

মা বললেন, বাবা তুমি দেরী করো না, সময় মত বাসায় ফিরো।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। রাতের আঁধারে চারিদিক অন্ধোকার হয়ে আসছে। রাস্তার পাশের লাইট পোস্টের বাতিগুলো দপ করে জ্বলে উঠল। সেলিম ইতিমধ্যে বাজার থেকে ফিরেছে। সালাম এখনও বাসায় ফিরল না। সেলিম সালামের মোবাইলে কল করে কোন সাড়া পাচ্ছে না। অগত্যা মা শিরীন বেগম মোবাইল করল তার ছোট বোন জমিলার বাসায়।সেখান থেকে জবাব এসেছে সে সেখানে নেই। সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ির দিকে রওয়ানা দিয়েছে। কোথাও কোন খোঁজ খবর না পেয়ে মা ভাইবোন অস্থির হয়ে পড়ল। গেল কোথায় ? কী হলো ?

এমন সময় ঘরের উপর দিয়ে একটা কাক কা কা করে উড়ে গেল। অবেলায় কাকের ডাক অমঙ্গলেরই সংকেত এমনই ধারণা সবার। কাকের ডাক শুনে মায়ের উৎকন্ঠা আরো বেড়ে গেল। তিনি কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে নিজের বুকে চেপে রাখলেন।

রাত সাড়ে আটটায় হঠাৎ সেলিমের মোবাইল বেজে উঠল । মোবাইল করেছে প্রতিবেশী ট্যাক্সি ড্রাইভার লিপু।যার সাথে সালাম মিরপুরে খালার বাসায় গিয়েছে।

হ্যালো, সেলিম ।

কে লিপু ? সেলিম জবাব দিল।

হ্যাঁ , আমি লিপু।

কি ? খবর কী? ভাইয়া কোথায় ?

লিপু করুণ কন্ঠে বলল খবর খুবই খারাপ ভাই, আমরা হাসপাতালে।
সেলিম চিৎকার দিয়ে উঠল কী ? বলিস কি লিপু ?
হ্যাঁ, সেলিম তোরা তাড়াতাড়ি ঢাকা মেডিক্যালে চলে আয়। হরতাল - কারিরা আমার ট্যাক্সিটি জ্বালিয়ে দিয়েছে সালাম ভাই মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। ডাক্তাররা তাকে বার্ণ ইউনিটে ভর্তি করেছে ।আমি আছি পাশের ইউনিটে । তাড়াতাড়ি চলে আয় মোটেও দেরী করিস না। এখানে এলে সবই জানতে পারবি।
সংবাদ পাওয়া মাত্র মা, ভাই-বোন তাৎক্ষণিক হাসপাতালে পৌঁছিল, সঙ্গে লিপুর মা-ও।মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা লিপু হাসপাতালের বেডে বসে আছে এবং পাশে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন যুবক।
লিপুকে জড়িয়ে ধরে তার মা কেঁদে ফেলল।
কেঁদো না মা। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি ভাল আছি। মাথায় সামান্য আঘাত লেগেছে মাত্র। মাকে সান্তনা দিয়ে লিপু বলল।
এমন সময় সেলিম জিজ্ঞেস করল ভাইয়া কোথায় লিপু ?
সে অপারেশন থিয়েটারে আছে। নার্সের কাছে জিজ্ঞেস কর তোরা সেখানে যেতে পারবি কিনা ? লিপু জবাব দিল।
কি ভাবে কি হলো লিপু ?
আমরা মিরপুর খালার বাসা থেকে ফার্মগেইট হয়ে ফিরছিলাম। মগবাজার টঙ্গী ডাইভারশন রোডে রেল ক্রসিংয়ের কাছে আসলে রাস্তার পাশে ট্যাক্সি রেখে আমি পাশের দোকানে একটা সিগারেট কিনতে যাই। সালাম ভাই ট্যাক্সিতেই বসে ছিলেন।হঠাৎ গলি থেকে ৩/৪ জন পিকেটার এসে আমার ট্যাক্সিতে পেট্রোল নিক্ষেপ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সালাম ভাই চিৎকার দিয়ে উঠে। তার সে চিৎকার শুনে চেয়ে দেখি ট্যাক্সিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং সে ট্যাক্সি থেকে বের হয়ে আসতে চেষ্টা করেছে । পিকেটাররা তাতে বাঁধা দিচ্ছে এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে ট্যাক্সির ভিতর ফেলে দিয়ে বাইরের থেকে জানালা বন্ধ করে দিল।আমি তখন সিগারেট না কিনেই সেখানে ছুটে আসি এবং ট্যাক্সির জানালা ভাঙতে বাইরের থেকে লাথি মারতে থাকি। পিকেটারদের কোন একজন আমার মাথায় আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারাই।যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি আমি হাসপাতালের বেডে।
পাশে দাঁড়ানো যুবকটি বলল, সে আমার দোকানেই সিগারেট কিনতে গিয়েছিলো। লিপুর সাহায্যে আমরা এগিয়ে আসি এবং আমরাই জানালার কাঁচ ভেঙে সালাম সাহেবকে উদ্ধার করি। ততক্ষণে তার শরীরের বেশীর ভাগ পুড়ে গেছে এবং তিনি ট্যাক্সিতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।আমরা তাৎক্ষণিক এ্যাম্বুলেন্স ডেকে অগ্নিদগ্ধ সালাম সাহেব ও লিপুকে মেডিক্যালে নিয়ে আসি।
আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনারা আমার ভাইয়ের জন্য এতটুকু কষ্ট করেছেন। সেলিম তাকে কৃতজ্ঞতার সাথে বলল।
এমন সময় সালামের মা কান্না বিজড়িত কন্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কই আমার বুকের ধন, আমার বাচা কই ?
আরেক যুবক তাকে সান্তনা দিয়ে বলল, খালা আপনি ভেঙে পড়বেন না। তিনি ভাল আছেন, সামান্য পুড়ে গেছেন। তাই অপারেশন হচ্ছে। একটু পরেই আপনি তার সাথে দেখা করতে পারবেন।
ঘন্টা খানেক পরে সালামের মা সালামের সাথে সত্যি সত্যিই দেখা করল। কিন্তু, সালাম কথা বলল না মা, ভাই বোনদের সাথে। শুধু ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে থাকল।তার আপাদমস্তক শুভ্র ব্যান্ডেজে মোড়া যেন একটি তুষার মানব । মা বোনদের দিকে তাকিয়ে সালামের দু'চোখের কোনা দিয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে গেল গন্ড বেয়ে। সে অশ্রুজল মুছবার শক্তিও তার নেই। মা দৌড়ে এসে শাড়ির আঁচল দিয়ে সে অশ্রু মুছে দিলেন।সালামের এ অবস্থা দেখে মা , ভাই-বোন কান্নায় ভেঙে পড়ল। ভাইয়া, ভাইয়া ওআল্লাহ্‌ একি হলো আমার ভাইয়ার বিলাপ করতে করতে সালামের ব্যান্ডেজ মোড়া দেহটি জড়িয়ে ধরল শেলী। নার্স তাকে সরিয়ে নিল।
সালামের দেহের ৬০ভাগ পুড়ে গেছে। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। তাকে বার্ণ ইউনিট থেকে দ্রুত ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়।
মায়ের আদর, বাবার স্নেহ আর ভাই-বোনের ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে পাঁচদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে সালাম পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তার শয্যাপাশে বসেছিল ছোট ভাই সেলিম। সালাম তাকে বলে , ভাইরে আমি আর বাঁচবো না। তুই ঠিকমত পড়াশুনা করিস।একজন ডাক্তার হয়ে মা-বাবার আশা পূর্ণ করিস । আমাকে নিয়ে তাঁরা যে স্বপ্ন দেখেছিল হরতাল নামের নিষ্ঠুর দানব সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিল।তুই তাঁদের সেই আশাকে পূর্ণ করিস, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করিস।এ কথা বলেই সালাম আস্তে আস্তে নিস্তেজ হতে লাগল। সোনালী আকাশের হাজার নক্ষত্রের মাঝ থেকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র অকালে ঝড়ে গেল।অস্তমিত হলো জাতির একটি ভবিষ্যৎ । স্তব্দ হয়ে গেল একটি পরিবার।মা শিরিন বেগম ও ভাই-বোনের আজাহারিতে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। তাদের বুক ফাটা কান্নায় ডাক্তার, নার্স, উপস্থিত সাংবাদিকরাও আবেগ তাড়িত হয়ে পড়ল।
শিরিন বেগম কান্না বিজড়িত কন্ঠে প্রশ্ন করেন, আমার নিরীহ ছেলেকে পুড়িয়ে মারা হলো কেন ? কি দোষ ছিল তার ? হরতাল যারা করেছে তারা কার স্বার্থে করেছে ? আমার বুকের মানিককে কি তারা ফিরিয়ে দিতে পারবে ? কি জবাব দিব তার অসুস্থ বাবাকে। নেতায় নেতায় যুদ্ধ করে নিরীহ জনগণ হত্যা করে, এই কি গণতন্ত্র ? 'শেখ মুজিব তুই টুঙ্গীপাড়া কবরে শুয়ে শুয়ে কি তামাসা দেখছিস ? তোর সোনার বাংলায় আজ এ কী অত্যাচার ? তুই উঠে আয় ।তোকে এ দেশে ভারী প্রয়োজন।' কেউ কি আছেন এই হরতাল বিরোধী আইন বানাতে পারেন ? আমার সালামের মত আর কোন সালাম যেন প্রাণ না হারায়।আমার মত আর কোন মায়ের বুক যেন খালি না হয়। বিলাপ করতে করতে শিরিন বেগম মূর্ছা গেলেন।
উপস্থিত ডাক্তার নার্সেরা তার সেবা- শুশ্রূষায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্ট্রেচারে তুলে তাঁকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ইমার্জেন্সি রুমে ঢুকে গেল।

আটলান্টা,
ডিসেম্বর ২৫,২০১০।